আমি এক অনন্য মানুষ
আমরা এক মহান জাতি

দারিদ্র্য বিমোচনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে

যাকাত

আদায় করুন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

quantummethod.org.bd

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। **ফোন :** ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

E-mail : info@quantummethod.org.bd

কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ২২২২২৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

বনশ্রী	০১৭৪০-৬৩০৮৫৬	**মতিঝিল**	০১৭৪৪-৮৮৫৫১১
ধানমণ্ডি	০১৮২২-৯৮৯৫৯৮	**সবুজবাগ**	০১৬৭০-৭০৭০০০
উত্তরা	০১৯২৩-৯৬৮৮৮৮	**মোহাম্মদপুর**	০১৩০৪-১৮৯৪৯৬
যাত্রাবাড়ী	০১৭৮৩-৫৯৮৫৫৮	**শাহবাগ**	০১৭৫৭-৪৪৩৩২২
বনানী	০১৯৭৯-০০৩০০০	**মিরপুর**	০১৭১৭-১৪৪৭২৪
গাজীপুর	০১৭৯৯-৩৫৫৬৫৫	**বরিশাল**	০১৮৪৮-১৮৯৪৯৬
যশোর	০১৯১৭-৪১৯৩০১	**খুলনা**	০১৭৪০-৯৩৯৯৯৯
কুমিল্লা	০১৭৪০-৯০৮৩৭৮	**চট্টগ্রাম**	০১৭১১-৩৯৩০১০
সিলেট	০১৭১৩-৩০১৫২২	**রাজশাহী**	০১৯১৪-৯৯৯৪৪৬

নিশ্চয়ই যারা সত্যে বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাদের জন্যে যথাযথ পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না। *–বাকারা : ২৭৭*

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করবে। নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রোজা রাখবে, হজ করবে আর সঙ্ঘবদ্ধভাবে নেতাকে অনুসরণ করবে; তাহলে তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে। *–বিদায় হজের ভাষণে রসুলুল্লাহ (স)*

যাকাত কী ও কেন?

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। কোনো ব্যক্তি যখন কালেমা পড়ে ইসলামের সীমার মধ্যে দাখিল হয়, তখন থেকেই ইসলামের যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে চলা তার জন্যে অপরিহার্য। যাকাত আদায় করা সচ্ছল মুসলমানের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এ নির্দেশ কোনো মুসলমানের অমান্য করার অর্থই হলো আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে মুনাফেকি করা।

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা বা প্রবৃদ্ধি দান করা। শরিয়তের ভাষায়, নির্ধারিত সম্পদ নির্দিষ্ট শর্তে তার হকদারকে অর্পণ করা। কোনো মুসলমান যদি আল্লাহ-নির্ধারিত (নিসাব) পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং তা একবছর তার কাছে থাকে, তাহলে নির্ধারিত অংশ হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। এটি শরিয়তসম্মতভাবে আদায় না করলে গোটা সম্পদই মুমিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়।

যাকাত একটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা

দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরজ হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী (স) যাকাত ব্যবস্থা চালু করেন। যাকাত আদায়ে যাকাতের নিসাব এবং আল্লাহ-নির্ধারিত খরচের খাতগুলো কার্যকর করে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

নবীজী (স) মুয়াজ ইবনে জাবলকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের বলবে— আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং যাকাত ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), বোখারী, মুসলিম

এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের আলোকেই ইসলামের প্রখ্যাত ভাষ্যকারগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহর সরাসরি নির্দেশ অস্বীকার করবে ও তার ফরজ হওয়াকে অমান্য করবে, সে নির্ঘাত কাফের বলে গণ্য হবে।

(আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী রচিত ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খণ্ড, পৃ-১০১)

যাকাত কখন ফরজ হয়

১. নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা সমমানের নগদ অর্থ এক চান্দ্র বছর জমা থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ। বর্তমান হিসাবে ৮৫ গ্রাম সোনা, ৫৯৫ গ্রাম রুপা বা সমপরিমাণ অর্থ থাকলেই যাকাত ফরজ হবে। রুপার বর্তমান বাজারমূল্য হিসাবে ৪০ হাজার টাকা থাকলে যাকাত ফরজ হয়।

২. জমি বাড়িঘর দালান দোকান কারখানা যন্ত্রপাতি বা কাজের হাতিয়ার, অফিস ও ঘরের আসবাবপত্র-সরঞ্জামাদি, ব্যবহারিক যানবাহন ও চলাচলের পশু, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী, গৃহপালিত পশুপাখি ইত্যাদির যাকাত হয় না।

৩. সোনা বা রুপার তৈরি গয়না, তৈজসপত্র, ফার্নিচার ইত্যাদির ওপর নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ যাকাত ফরজ; তা ব্যবহারে থাকুক বা না থাকুক। তবে গয়নার ক্রয়মূল্য নয়, বিক্রয়মূল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে।

৪. ব্যবসার মালের ওপরও যাকাত ফরজ, যদি এর মূল্য সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার সমান হয়। এ-ছাড়া খামারে পালিত গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, পোনা, নার্সারির বীজ, চারা, হাউজিং ব্যবসার জমি, প্লট, ভবন, এপার্টমেন্ট বা প্রাপ্ত বাড়িভাড়ার ওপরও যাকাত দিতে হবে।

৫. ব্যবসার দেনা (যেমন, বাকিতে মালামাল বা কাঁচামাল ক্রয় করলে কিংবা বেতন/মজুরি, ভাড়া, বিদ্যুৎ-গ্যাস ইত্যাদি) পরিশোধিত না থাকলে সেই পরিমাণ অর্থ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে।

৬. দেশে প্রচলিত মুদ্রা (টাকা, পয়সা, নোট) ও বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, দিরহাম) ইত্যাদি যেহেতু বিনিময়ের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং সোনা-রুপার স্থানেই ব্যবহৃত; এর পরিমাণ সাড়ে ৫২ তোলা খাদহীন রুপার দামের সমান হলে যাকাত দিতে হবে। *(শামী ও ১৩৮৫ হি. কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, বায়্যিনাত, করাচি)*

৭. মুদ্রা ও গয়না ইত্যাদি যে-সকল জিনিসে সোনা বা রুপার পরিমাণ অধিক, সে-সকল জিনিস সোনা বা রুপা হিসেবেই গণ্য। এতে ব্যবহৃত সোনা-রুপা থেকে খাদ বাদ দিয়ে যাকাত দেয়া কর্তব্য। *(দুররে মুখতার ও শামী)*

৮. অন্যের কাছ থেকে পাওনা টাকার ওপর যাকাত ফরজ, যদি দেনাদার তা স্বীকার করে এবং আদায়ের অঙ্গীকার করে অথবা নিজের কাছে তা উসুলের উপযুক্ত দলিল-প্রমাণ থাকে। *(শামী)*

৯. প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যখন উসুল হবে কেবল তখন থেকেই তার যাকাত দিতে হবে। *(এমদাদুল ফতোয়া, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৪৫)*

১০. কোনো কারখানা বা কোম্পানিতে আপনার শেয়ার মূল্যের যাকাত দেয়া ফরজ। তবে এর যে অংশ কলকব্জা ইত্যাদি উপকরণ বাবদ খরচ হয়েছে, তার যাকাত দিতে হবে না। *(নেজামে যাকাত)*

১১. যাকাতযোগ্য বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী আছে (সোনা, রুপা, নগদ টাকা, পণ্যদ্রব্য বা শেয়ার ইত্যাদি) কিন্তু এককভাবে কোনোটিই যাকাতযোগ্য পরিমাণে নয়, সবমিলিয়ে যদি নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ হয় তাহলেও যাকাত ফরজ হবে।

১২. যাদের ২৮ মণ পাঁচ সের ফসল হাতে আসবে, তাদেরকে ওশর বা এক-দশমাংশ ফসল যাকাত হিসেবে দিতে হবে। যে-সব জমি প্রাকৃতিক উপায়েই (বৃষ্টি, নদী-নালা বা খাল, ঝর্না ইত্যাদির পানিতে বা প্রকৃতিগতভাবে) সিক্ত ও চাষোপযোগী হয়ে থাকে, কেবল সে-সব জমির ফসলের এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যে জমিতে কৃত্রিম উপায়ে (পশু বা যন্ত্র ব্যবহার করে; শ্রম বা মজুরির বিনিময়ে) পানি সেচ করতে হয়, সে জমির ফসলের ২০ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

১৩. যাদের ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট বাবদ টাকা রয়েছে, নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণে পৌঁছলে তাদেরকেও যাকাত দিতে হবে।

১৪. ঋণের তুলনায় নগদ টাকা বেশি থাকলে ঋণ পরিশোধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিয়ে বাকি টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে।

১৫. যাকাতযোগ্য অলংকার রয়েছে কিন্তু নগদ অর্থ নেই, তাহলে যাকাত হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অলংকার অথবা তা বিক্রি করে সেই অর্থ দিতে হবে।

১৬. কারো কাছে কাফফারা বা মানত আদায় অথবা হজ আদায় করার টাকা আছে, যদি তা নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ হয় তবে তাতে যাকাত ফরজ। এগুলো আল্লাহর দেনা, যা যাকাতের প্রতিবন্ধক নয়। *(দূব-৬)*

১৭. স্ত্রীর দেনমোহরের জমাকৃত টাকা এবং কোরবানির জন্যে জমাকৃত টাকার ওপরেও যাকাত দিতে হবে।

১৮. সরকারকে ট্যাক্স বা আয়কর দেয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করলে তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ সরকার তা যাকাত হিসেবে বা শরীয়ত নির্ধারিত খাতেও ব্যয় করে না। *(কায়রো ওলামা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত)*

১৯. শিল্প স্থাপন বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরও যদি যাকাতযোগ্য পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকে, তাহলে যাকাত দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : আপনি ব্যাংক থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শিল্প স্থাপন বা ব্যবসা শুরু করলেন। এখন যদি আপনার কাছে যাকাতযোগ্য পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ জমা থাকে, তাহলে ঋণ থাকা সত্ত্বেও আপনাকে যাকাত দিতে হবে, যেহেতু ঋণের বিপরীতে আপনার শিল্প বা ব্যবসা চালু রয়েছে।

যাকাত ফরজ হয়েছে—এমন সব সম্পদের মূল্য হিসাব করে সর্বমোট মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগ অর্থ যাকাত দিতে হবে। যাকাতের নিয়ত না করে নিজের সকল সম্পদ দান করলেও যাকাত আদায় হবে না।

যাকাতের অর্থ ব্যয়ের শরিয়ত নির্ধারিত আটটি খাত

যাকাত ইচ্ছেমতো যাকে-তাকে দিলে আদায় হবে না। আল্লাহ তায়ালা যাকাতের আটটি খাত উল্লেখ করেছেন।

১. **ফকির :** ফকির এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, যে শারীরিক ও মানসিকভাবে কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে। ছিন্নমূল মানুষ এবং শরণার্থীদেরও ফকির বলা যেতে পারে।

২. **মিসকিন :** বার্ধক্য রোগ অক্ষমতা পঙ্গুত্ব যাকে উপার্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম এবং আশ্রয়হীন শিশু—এদের সকলকেই মিসকিন বলা হয়।

৩. **যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা :** যাকাত আদায় এবং তা বণ্টন করার কাজে যারা সার্বক্ষণিক নিযুক্ত থাকবে, তাদের বেতন-ভাতা আদায়কৃত যাকাত থেকে দেয়া হবে।

৪. **নওমুসলিমদের স্বনির্ভর করা :** সংগতিহীন নওমুসলিমকে স্বনির্ভর করার কাজেও যাকাতের অর্থ ব্যয় হতে পারে।

৫. **দাসমুক্তি :** দাসমুক্তি বা বন্দিদের মুক্ত করতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে। বিখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা আসাদের তাফসীরে দাস বা বন্দি বলতে তাদের কথাও বলা হয়েছে, যারা পরিস্থিতি বা পরিবেশের বন্দি বা শিকার। অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত, অপরিচিত, দুর্গম-দূরবর্তী অভাবগ্রস্ত এলাকার দুস্থ-অসহায়দেরও যাকাত দেয়া যাবে।

৬. **ঋণমুক্তি :** যারা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে ঋণ করে সে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের সম্পদ হতে সাহায্য করা যাবে। যাদের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে গেছে, বন্যা-প্লাবনে মাল-আসবাব ভেসে গেছে, তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে যাকাতের সম্পদ দেয়া যাবে।

৭. **ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা :** যাকাতের সপ্তম খাত হলো 'ফি সাবী লিল্লাহ' (আল্লাহর পথে)। ইসলামী চিন্তাবিদগণের সম্মিলিত মত হলো :
'আল্লাহ নির্দেশিত পথে প্রতিটি জনকল্যাণকর কাজে, দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সে-সব ক্ষেত্রেই এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।'
(ইসলামের অর্থনীতি—আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পৃ-২৭৭)

৮. **মুসাফির :** যাকাতের অষ্টম খাত হলো 'ইবনুস সাবীল' (নিঃস্ব পথিকদের জন্যে)। যে-সব পথিক বা মুসাফির যাত্রাপথে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

যাকাত সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের জবাব

প্রশ্ন : *অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে গরিবদের কয়েকটি লুঙ্গি, শাড়ি কিংবা দরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের কিছু টাকা যাকাত হিসেবে দিয়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?*

উত্তর : যাকাতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যাকাতগ্রহীতাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। যাকাত এমনভাবে আদায় করা উচিত—এ বছর যে যাকাত গ্রহণ করল, পরের বছর সে যেন স্বাবলম্বী হয় এবং তাকে আর যাকাত গ্রহণ করতে না হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবছরই কিছু শাড়ি, লুঙ্গি বা টাকা প্রদান করলে কখনো দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। এটা সঙ্ঘবদ্ধভাবেই সম্ভব।

প্রশ্ন : *আত্মীয়স্বজন কি যাকাত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে?*

উত্তর : প্রথমত—পিতামাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানিস্থানীয় ঊর্ধ্বতন সকল পরিজন এবং পুত্রকন্যা, নাতি-নাতনিস্থানীয় অধস্তন পরিজনদের যাকাত দেয়া যাবে না। আর অন্যান্য পরিজনদের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে যাকাত নয়, সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবীজী (স) বলেন, উত্তম সদকা হচ্ছে নিজের পরিবারের ও আত্মীয়দের জন্যে ব্যয়।

প্রশ্ন : *মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্যে কি কাউকে যাকাত দেয়া যাবে?*

উত্তর : যদি সে যাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে যাকাতের অর্থ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে দোষের কিছু নেই।

প্রশ্ন : *মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে কি যাকাত দেয়া যাবে?*

উত্তর : মসজিদ-মাদ্রাসা বা রাস্তাঘাট নির্মাণে যাকাত দেয়া যাবে না। কারণ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের শরিয়ত নির্ধারিত আটটি খাতের মধ্যে তা পড়ে না।

প্রশ্ন : *যাকাতযোগ্য অলংকারের যাকাতের জন্যে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন আছে কি? যে মহিলারা উপার্জন করেন না তাদের ক্ষেত্রে করণীয় কি?*

উত্তর : যাকাতযোগ্য অলংকারের যাকাত আদায় করা ফরজ। এজন্যে স্বামী বা অন্য কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। যে মহিলাদের যাকাতযোগ্য অলংকার রয়েছে কিন্তু নিজস্ব উপার্জন বা নগদ অর্থ নেই, তাদেরকে নির্ধারিত পরিমাণ অলংকার অথবা তা বিক্রি করে হলেও সে অর্থ যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

প্রশ্ন : *উপহার হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বা জিনিসের যাকাত দিতে হবে কি?*

উত্তর : কাউকে কিছু উপহার দেয়া হলে সেটি যেহেতু তার নিজস্ব হয়ে যায়, তাই উপহার হিসেবে প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী বা অর্থ যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণে পৌঁছলে তার যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন : *ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, পাহাড়ি, ধর্মহীন কাউকে যাকাত দেয়া যাবে কিনা?*

উত্তর : মহান আল্লাহ যাকাত ব্যয়ের যে আটটি খাত নির্দিষ্ট করেছেন তাতে ফকির-মিসকিন বলা আছে। ঈমানদার ফকির-মিসকিন বলা হয় নি। আর খোলাফায়ে রাশেদার আমলে খেলাফতে বসবাসকারী ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করেছে। বায়তুল মাল থেকে এ প্রয়োজন পূরণ করা হতো। আর যাকাতের অর্থ বায়তুল মালেই জমা হতো। তাই যে-কোনো দুস্থ ও নিঃস্ব মানুষের কল্যাণে যাকাতের অর্থ ব্যয়ে কোনো বাধা নেই।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করুন

যাকাত আদায় যেমন ফরজ, তেমনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। যাকাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচ্ছল আর অর্থনীতিকে গতিময় করে তোলা। এ কারণে উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে আরবে যাকাত গ্রহণ করার কোনো মানুষ ছিল না। তাই যাকাত ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। কোনো কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে তা সম্ভব না হলে সচেতন মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এটি করতে হবে। কারণ যাকাতের অর্থ একসঙ্গে জমা করে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়।

কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম

বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সালে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম থেকে সংগৃহীত টাকা শরিয়ত নির্ধারিত খাতে বৈষয়িক নৈতিক ও আত্মিক পুনর্বাসনের দূরপ্রসারী লক্ষ্যে ব্যয় করা হয়।

ফাউন্ডেশনে জমাকৃত যাকাতের পরিমাণ প্রতিবছরই উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। ২০২১ সালে যাকাত সংগৃহীত হয়েছে ১৩,৩০,৩৩,০৩৪ টাকা।

Zakat Calculator
Android app

যাকাত হিসাব ॥
একটি সাধারণ নমুনা পদ্ধতি

যাকাতদাতার নাম ..... বছর .....

১. ব্যক্তিগত সম্পদ

মূল্যবান অলংকার : সোনা, রুপা ইত্যাদি (পরিমাণ/ মূল্য)	=
ব্যাংকে জমা : ফিক্সড, সঞ্চয়ী, চলতি, ডিপিএস, বিশেষ জমা ইত্যাদি	=
শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি	=
বৈদেশিক মুদ্রা, এফসি একাউন্ট, বন্ড, টিসি, নগদ (বিনিময় হারে = টাকা)	=
জমাকৃত (পণ্য) মালামাল	=
জামানত হিসেবে জমা (যা ফেরত পাওয়া যাবে), অগ্রিম	=
পাওনা, ধার প্রদান, অগ্রিম ইত্যাদি	=
হাতে নগদ	=
অন্যান্য	=
মোট	=
বাদ : দেনা/ ঋণ ইত্যাদি	=
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	=

২. ব্যবসার হিসাব (একক মালিকানায়)

বিক্রয়যোগ্য মজুদ, উৎপাদিত মজুদ	=
প্রক্রিয়াধীন ও মজুদ কাঁচামাল, প্যাকিং সামগ্রী	=
পাওনা ও বাকি বিক্রি	=
জামানত ও অগ্রিম প্রদান	=
ব্যাংকের জমা (সব ধরনের জমা)	=
হাতে নগদ	=
অন্যান্য	=
মোট	=
বাদ : দেনা/ ঋণ ইত্যাদি	=
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	=

৩. যৌথ মালিকানা/ অংশীদারি ব্যবসার হিসাব

বিক্রয়যোগ্য মজুদ, উৎপাদিত মজুদ	=
প্রক্রিয়াধীন ও মজুদ কাঁচামাল, প্যাকিং সামগ্রী	=
পাওনা ও বাকি বিক্রি	=
জামানত ও অগ্রিম প্রদান	=
ব্যাংকের জমা (সব ধরনের জমা)	=
হাতে নগদ	=
অন্যান্য	=
মোট	=
বাদ : দেনা/ ঋণ ইত্যাদি	=
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	=
আপনার অংশ ..... % হিসেবে মোট	=

৪. শিল্প/ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত যাকাতযোগ্য সম্পদ মোট =

যাকাতযোগ্য সর্বমোট সম্পদ (১+২+৩+৪) =

যাকাত ২.৫০%

ফাউন্ডেশনের সেবা কার্যক্রম

- **কোয়ান্টাম স্বনির্ভরায়ন প্রকল্প**-এর আওতায় ২০১২–২০২২ সালে ২৯,৫৮৩ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। কুমিল্লায় ৬০৩ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে ৪৭৩ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে।
- **কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম** গত ২২ বছরে সরবরাহ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের ১৩,৭৩,৭৫৯ ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান। বর্তমানে দেশে মোট রক্ত চাহিদার পাঁচ ভাগের একভাগ মেটাচ্ছে কোয়ান্টাম।
- বান্দরবানের লামায় আড়াই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলছে **কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ**। সুবিধাবঞ্চিত এ শিশুরাই শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ফলে ২০১৫ সাল থেকে পর পর পাঁচ বছর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবস জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে প্যারেডে প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর পিইসি জেএসসি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়। এ পর্যন্ত বুয়েট, সরকারি মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ১২৭ জন শিক্ষার্থী।
- ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত **চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের** অধীনে বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পেয়েছেন ৪,৬৩,৫৪৬ জন দুস্থ রোগী।
- সারাদেশে ২০০৫ সাল থেকে **স্বেচ্ছা খতনা কার্যক্রমে** খতনা করানো হয়েছে ২,২২,৭৮৭ জন দুস্থ অসহায় শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্ক মানুষকে।
- ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত **মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের** অধীনে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, চিকিৎসা, ওষুধ, নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা এবং প্রসব-পরবর্তী পরামর্শ ও সেবা পেয়েছেন ২৭,২১৭ জন সুবিধাবঞ্চিত গর্ভবতী মা।
- রাজধানী ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান **রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ**-এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম। এ পর্যন্ত শিক্ষা সহায়তা পেয়েছে ১,৪৩৯ জন শিক্ষার্থী।
- ২০০৪ সালে শুরু হয় কোয়ান্টাম **দাফনসেবা কার্যক্রম**। ২০২০-এ করোনাকালে এর বিস্তৃতি ঘটে সারাদেশে এবং তা সার্বজনীন দাফনসেবায় রূপ নেয়। এ পর্যন্ত ৫,৩৪৫ জন মৃতের দাফন/ সৎকার করেছে কোয়ান্টাম।
- করোনাকালে ৬,৬২৯ জন করোনা শহিদকে মমতার পরশে শেষ বিদায় জানিয়েছে কোয়ান্টাম। সেইসাথে জরুরি খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে দুই সহস্রাধিক পরিবারে।
- দুর্গম অঞ্চলে টিউবওয়েল স্থাপন, দুস্থদের ঋণমুক্তি ও পুনর্বাসন, বৃক্ষরোপণ, দন্তশিবির, চক্ষুশিবির ও দুর্যোগ ত্রাণসহ বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম নিয়মিত চলছে।

ফাউন্ডেশনে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমেও আপনার যাকাত পাঠাতে পারেন।
বাংলাদেশের জন্যে— A/C # 3556-102-000044, *কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামিক উইন্ডো, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।*

প্রবাসীদের জন্যে— SND A/C # 1173-105-0003896, *কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, প্রাইম ব্যাংক, মৌচাক শাখা, বাংলাদেশ।* SWIFT : PRBLBDDH013